দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 19 JUN 1997
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের কাজ সমাপ্তির পথে

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী

বাসস/ ইউএনবি ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কুদরত-ই-খুদা কমিশনের আলোকে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের কাজ শীঘ্র সমাপ্ত করা হবে। জাতির জনকের নির্দেশ মোতাবেক এই কমিশন গঠন করা হয়েছিল।

তিনি মানব সম্পদ উন্নয়নে যথাযথ শিক্ষাদানের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এটি জাতীয় অগ্রগতির এক বড় পূর্বশর্ত।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭-এর সমাপনী দিনে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে একথা বলেন। তিনি বলেন, নয়া নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এটি শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দিকনির্দেশনা দেবে।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপমন্ত্রী অধ্যাপক জিন্নাতুন্নেছা তালুকদার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সাদাত হোসেন এ উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি ছাড়া যে কোন পর্যায়ে উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে না। সরকার নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, '৯৭-৯৮'র প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে ৩ হাজার ৯'শ ৯২ কোটি ৭০ লাখ টাকার সর্বোচ্চ বরাদ্দ

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেয়া হয়েছে। এই বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় ৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ বেশী।

তিনি বলেন, শিক্ষা খাতে চমৎকার অগ্রগতি অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত '৯৭-৯৮ বাজেটে ৩টি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এ প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে— স্থানীয় লোক ও বেসরকারী সংস্থার (এনজিও) স্থাপিত স্কুলগুলোকে মঞ্জুরি প্রদান। এ খাতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিরাট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সংবিধানে

জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সুমন্বিত করেন। তিনি বলেন, '৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১'শ ৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭'শ ৪২ জন প্রাথমিক শিক্ষককে সরকারী মর্যাদা দেয়া হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ইতোমধ্যে পাঠ্য পুস্তকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস লেখনীর মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের প্রকৃত ইতিহাস জ্ঞাত করানোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। সাতজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নিয়ে গঠিত কমিটি এ কাজ সমাপ্ত করেছেন।

তিনি বলেন, অতীতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের কাছে পাঠ্যপুস্তক সময়মত পৌছাতো না। একটি কমিটি কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট বিধির মধ্যে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, ৪'শ ৬০টি থানায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের বৃত্তিদান ও বেতন মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একজন শিক্ষক সত্যিকার মানুষ গড়ার কারিগর। দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া যথাযথ ও সম্পূর্ণ শিক্ষা দানকরা সম্ভব নয়। শিক্ষকদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণদানের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পরে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য ১'শ ১৯ ছাত্র-শিক্ষক, স্কুল, গণশিক্ষা কর্মকর্তা ও সংস্থাকে পদক ও সনদপত্র প্রদান করেন। মন্ত্রী সংসদ সদস্যবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বহু অভিভাবক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সমাজকল্যাণ পরিবেশ উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সরকার সভ্য সমাজও স্ব-নির্ভর জাতির গঠনের লক্ষ্যে আগামী দশ বছরে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।